Dr. Sumita Dutta

Buddhi & its Division
(বুদ্ধি ও তার বিভাগ)

- বুদ্ধি
  - স্মৃতি
    - যথার্থ
    - অযথার্থ
    - (যেহেতু স্মৃতি অনুভব ভিন্ন তাই স্মৃতি প্রমা নয়)
  - অনুভব
    - যথার্থ (প্রমা)
      - প্রত্যক্ষ (ইন্দ্রিয় অর্থ সন্নিকর্ষ যে জ্ঞান)
        - নির্বিকল্পক (বিশেষণ রহিত যে জ্ঞান)
        - সবিকল্পক (বিশিষ্ট জ্ঞান)
        - (প্রত্যক্ষ মূল সন্নিকর্ষ জনিত যে জ্ঞান) সন্নিকর্ষ
          - লৌকিক
            - সংযোগ (চক্ষুর সঙ্গে দ্রব্যের সংযোগ)
            - সংযুক্ত সমবায় (চক্ষুর সঙ্গে দ্রব্যের রূপের সম্বন্ধ)
            - সংযুক্ত সমবেত সমবায় (চক্ষুর সঙ্গে রূপত্ব জাতির)
            - সমবায় (কর্ণ(আকাশের) সঙ্গে শব্দের সম্বন্ধ)
            - সমবেত সমবায় [কর্ণ(আকাশের) সঙ্গে শব্দত্ব জাতির সম্বন্ধ]
            - বিশেষণ-বিশেষ্যভাব [চক্ষুর সঙ্গে অভাবের (বিশেষণ অথবা বিশেষ্য রূপে) যে সম্বন্ধ]
          - অলৌকিক (অন্নভট্ট উল্লেখ করেন নি)
            - সামান্যলক্ষণ
            - জ্ঞানলক্ষণ
            - যোগজ
      - অনুমিতি (পরামর্শ জন্য জ্ঞান)
        - স্বার্থ অনুমান (নিজের জন্য যে অনুমান)
        - পরার্থ অনুমান (পরের জন্য যে অনুমান) — পঞ্চাবয়বী অনুমান
          - প্রতিজ্ঞা
          - হেতু
          - উদাহরণ
          - উপনয়
          - নিগমন
          - (পঞ্চাবয়বী ন্যায়ের অবয়ব বাক্য)
      - উপমিতি (সংজ্ঞা-সংজ্ঞীর সম্বন্ধ জ্ঞানকে উপমিতি বলে)
      - শব্দ (বাক্যার্থের জ্ঞানকেই শব্দজ্ঞান বলে)
    - অযথার্থ (অপ্রমা)
      - সংশয়
      - বিপর্যয়
      - তর্ক

Sumita Dutta

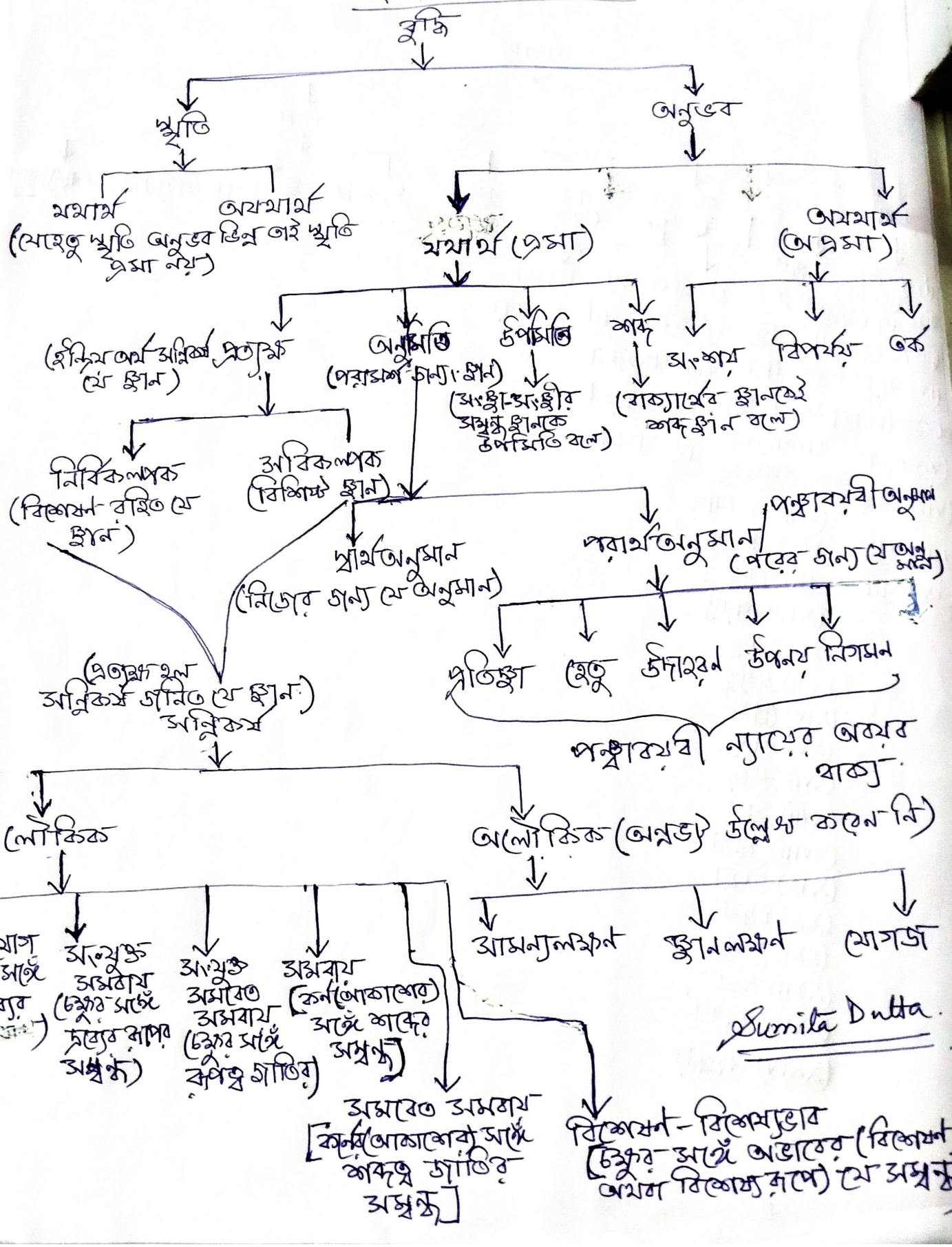

Dr. Sumita Dutta

Semester 1 & 6, CC1 & CC 13

অনুমান প্রমাণ ও অনুমিতির লক্ষণ ব্যাখ্যা

অনুমান প্রমাণ (প্রমাণ)

↓

অনুমিতি জ্ঞান (প্রমা)

তর্কসংগ্রহে অনুমিতির লক্ষণে বলা হয়েছে → 'পরামর্শজন্যং জ্ঞানম্ অনুমিতি'

এখন পরামর্শের লক্ষণ দিতে গিয়ে অন্নংভট্ট বলেছেন → 'ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতা জ্ঞান'

↓

এখানে দুটি জ্ঞান আছে → ব্যাপ্তি জ্ঞান ও পক্ষধর্মতা জ্ঞান

ব্যাপ্তি জ্ঞান → হেতু ও সাধ্যের সাহচর্য নিয়ম অর্থাৎ 'যেখানে যেখানে হেতু থাকবে, সেখানে সাধ্য থাকবে' যেমন যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি, যেমন রান্নাঘর রান্নাঘর

পক্ষধর্মতা জ্ঞান → পক্ষে হেতুর অবস্থিতির জ্ঞান অর্থাৎ পক্ষে যে হেতু আছে, তার জ্ঞান,

উদাহরণ:- পর্বতে যে ধূম আছে।

উদাহরণের সাহায্যে অনুমিতির লক্ষণটি বোঝা যাক: — 'পর্বত বহ্নিমান যেহেতু তা ধূমবান'

১। দূর থেকে আমরা দেখলাম যে পর্বতে ধূম আছে → পক্ষধর্মতা জ্ঞান

২। পর্বতে ধূম দেখে বহ্নির অনুমান করলাম কারণ আমরা জানি যেখানে যেখানে ধূম, সেখানে সেখানে বহ্নি যেমন রান্নাঘর

↳ ব্যাপ্তি জ্ঞান

৩। তারপর বুঝতে পারি যে 'বহ্নিব্যাপ্য ধূম পর্বতে আছে' অর্থাৎ সেই ধূম পর্বতে আছে, যা বহ্নির সঙ্গে ব্যাপ্তি সম্বন্ধে আবদ্ধ → পরামর্শ জ্ঞান (এখানে দুটি জ্ঞান হচ্ছে পক্ষধর্মতা জ্ঞান ও ব্যাপ্তি জ্ঞান)

পক্ষধর্মতা জ্ঞান + ব্যাপ্তির জ্ঞান = পরামর্শ

৪। এরপর আমরা বলতে পারি যে, পর্বতে বহ্নি আছে → অনুমিতি জ্ঞান

অনুমান করি

এই অনুমিতি জ্ঞান ঠিক পরামর্শ জ্ঞানের পর উৎপন্ন হচ্ছে তাই লক্ষণে বলা হয়েছে পরামর্শ জন্যং জ্ঞানং অনুমিতি।

S. Dutta

Dr. Sumita Dutta (S.D)

ব্যাপ্তি কাকে বলে ?

১। ব্যাপ্তি হল অনুমিতির ভিত্তি। ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যতীত অনুমিতি হয় না।

২। ব্যাপ্তি হল → যেখানে যেখানে হেতু আছে সেখানে সেখানে সাধ্য আছে।

তর্কসংগ্রহে বলা হয়েছে → অর্থাৎ, হেতু ও সাধ্যের সাহচর্য নিয়ম

তর্কসংগ্রহে → 'যত্র যত্র ধূম তত্র তত্র অগ্নি' যথা পাকশালা দৃষ্টান্ত

সাহচর্য নিয়ম হল ব্যাপ্তির লক্ষণ

সাহচর্য মানে সমানাধিকরণ অর্থাৎ একই অধিকরণে থাকা অর্থাৎ যেখানে হেতু থাকবে সেখানে সাধ্য থাকবে।

৩। তর্কসংগ্রহে বলা হয়েছে 'সাহচর্য নিয়মটি' হল "হেতুসমানাধিকরণাত্যন্তাভাব প্রতিযোগি সাধ্য সামানাধিকরণ্যম্' অর্থাৎ হেতুর অধিকরণে বর্তমান অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী সাধ্য সামানাধিকরণ্যকে ব্যাপ্তি বলে

এর অর্থ হল → অত্যন্তাভাব হল যে অভাব চিরকাল থাকে অর্থাৎ পূর্বেও ছিল, বর্তমানেও আছে ও ভবিষ্যতে ও থাকবে। যেমন, বাতাসে রূপের অভাব

প্রতিযোগী → যার অভাবের কথা বলা হচ্ছে তাকে প্রতিযোগী বলে

অপ্রতিযোগী → যার অভাব হয় না।

সুতরাং, এখানে বলা হচ্ছে যে এমন সাধ্য হেতুর সঙ্গে একই অধিকরণে থাকবে যার কখন অত্যন্তাভাব থাকে না অর্থাৎ তা অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী হয়। এখানে হেতু ধূমের অধিকরণে যে সাধ্যের (বহ্নির) থাকার কথা বলা হয়েছে তা অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হয় না, অপ্রতিযোগী হয় অর্থাৎ তা হেতুর সঙ্গে একই অধিকরণেও অবস্থান উপস্থিত থাকে।

—x—

S. Dutta.

Dr. Sumita Dutta PHIA, Semester-1, CC1

বৈশেষিক দর্শন

পদার্থ ও তার বিভাগ

পদার্থ

- ভাব
  - দ্রব্য
    - (i) পৃথিবী (ক্ষিতি)
    - (ii) অপ (জল)
    - (iii) তেজঃ
    - (iv) বায়ু
    - (v) আকাশ
    - (vi) কাল
    - (vii) দিক্‌
    - (viii) আত্মা
    - (ix) মন
  - গুণ
    - (i) রূপ
    - (ii) রস
    - (iii) গন্ধ
    - (iv) স্পর্শ
    - (v) সংখ্যা
    - (vi) পরিমাণ
    - (vii) পৃথকত্ব
    - (viii) সংযোগ
    - (ix) বিভাগ
    - (x) পরত্ব
    - (xi) অপরত্ব
    - (xii) গুরুত্ব
    - (xiii) দ্রবত্ব
    - (xiv) স্নেহ
    - (xv) শব্দ
    - (xvi) বুদ্ধি
    - (xvii) সুখ
    - (xviii) দুঃখ
    - (xix) ইচ্ছা
    - (xx) দ্বেষ
    - (xxi) প্রযত্ন
    - (xxii) ধর্ম
    - (xxiii) অধর্ম
    - (xxiv) সংস্কার
  - কর্ম
    - (i) উৎক্ষেপণ
    - (ii) অবক্ষেপণ
    - (iii) আকুঞ্চন
    - (iv) প্রসারণ
    - (v) গমন
  - সামান্য (জাতি)
    - (i) পর
    - (ii) অপর
  - বিশেষ (অনন্ত মাত্র)
  - সমবায় (একটি মাত্র)
- অভাব
  - প্রাগভাব
  - ধ্বংসাভাব
  - অত্যন্তাভাব
  - অন্যোন্যাভাব

Sumita Dutta

Dr. Sumita Dutta

Semester-1, PHIA, CC2

S.Dutta

দেকার্তের দর্শন → (সংক্ষিপ্তসার)

১) দেকার্তের লক্ষ্য হল → বিচারবুদ্ধির সাহায্যে দর্শনসম্মত সত্যজ্ঞান লাভ করা, দর্শনকে সুসংবদ্ধ ও সুনিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠা করা।

↓

২) তাই তিনি সংশয় পদ্ধতি প্রয়োগ করেন → নির্বিচারে কোন জ্ঞানকে স্বীকার করা যাবে না। বিচার-বিশ্লেষণের কষ্টিপাথরে যাচাই করে তাকে সত্যরূপে গ্রহণ করতে হবে, না হলে বর্জন করতে হবে। তিনি সুনিশ্চিত জ্ঞানে উপনীত হতে চেয়েছিলেন।

সংশয় পদ্ধতি স্বীকার করার কারণ

এই সংশয় পদ্ধতি ছিল সার্বিক (Universal) যা কিছু সংশয়যোগ্য, দেকার্ত তাকেই সংশয় করেছেন।

↓

৩) তিনি সমুদয় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে এবং বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানকে সংশয় করেন, এবং এক অসংশয়াতীত সত্যে উপনীত হন → 'Cogito Ergo Sum' অর্থাৎ "I think, therefor I am" → "আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি"। এটাই দেকার্তের দর্শনের মূল সূত্র।

↓

৪) এই মূল সূত্রটি থেকে দেকার্ত তার 'সত্যতার মানদণ্ডকে' নিঃসৃত করেন → 'যেসব বচন এই মূল সূত্রটির মতো স্পষ্ট ও বিবিক্ত', সেগুলি সুনিশ্চিত সত্য'।

৫। দেকার্তের মূল সূত্র থেকে পাই → 'চিন্তনকর্তা রূপে আমি আছি'। কিন্তু তাহলে তার অভিমত অহংসর্বস্ববাদ বা আত্মকেন্দ্রিকতা দোষে দুষ্ট হয়ে পড়বে। এই দোষ থেকে তার দর্শনকে মুক্ত করার জন্য দেকার্ত ঈশ্বরের অবতারণা করেন।

↓

৬। কারণভিত্তিক যুক্তি ও লক্ষণভিত্তিক যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন।

৭। কিন্তু 'আমি আছি' এবং 'ঈশ্বর আছেন' বললে দেকার্তের মতবাদ 'সংশয়বাদে' পরিণত হয়, এই দোষ থেকে নিজের দর্শনকে মুক্ত করার জন্য দেকার্ত তার দর্শনে তৃতীয় এবং সর্বশেষ অস্তিত্বমূলক বচনটি — 'জড়জগৎ আছে' — এই সত্যটি প্রতিষ্ঠা করেন। তার মতে জড়জগতের অস্তিত্ব অভিজ্ঞতাগ্রাহ্য নয়, তাকে জানা যায় বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা।

Sumita Dutta